

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয় গত ৮ জানুয়ারী। কিন্তু ১০ তারিখই তা বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ অবস্থায় থাকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। পুনরায় ১৬ এপ্রিলেই কলেজ বন্ধ হয়ে যায় অনিদিষ্টকালের জন্য এবং অদ্যাবধি (৬ জুন, ৯৪) তা খোলার ঘোষণা হয়নি। অন্যদিকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়মিত ক্লাস হওয়ায় এখানে আমরা ৭/৮ মাস পিছিয়ে গিয়েছি। নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীরা দুর্বল কলেজে এসে উপস্থিত হলেও ছাত্র রাজনীতির কারণে পুনরায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়েছে। এতে মানসিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত সবদিক দিয়েই তারা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বলা বাহুল্য কলেজের হোস্টেলের সিট রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র প্রতি-নিধিদের দ্বারা বন্টিত হওয়ায় গোলযোগের মূল কারণ। আমরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত দাবি পূরণে অগ্রহী হলেও ছাত্র রাজনীতির অবশ্যই বিরোধী নই। তবে ছাত্র রাজনীতির কারণে আমাদের শিক্ষাবর্ষ তথা শিক্ষা জীবন নষ্ট হবে তা আমরা চাইতে পারিনা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সিলেট মেডিক্যাল কলেজের মত এখানেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রপ্নে "হ্যাঁ-না" ভোটের পক্ষপাতি। বলার অপেক্ষা রাখে না মেডিক্যাল শিক্ষা ও ডাক্তারী পেশা বহুলাংশে ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। তাই কলেজগুলিতে অব্যাহতভাবে পড়াশোনা বা ক্লাস বসবে এটাই প্রত্যাশিত। আর এজন্য অন্তত মেডিক্যাল কলেজসমূহে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়া উচিত। এটা

শুধু সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থেই নয় বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই উচিত। আমরা ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবিই জানাচ্ছি। একই সঙ্গে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সিট বরাদ্দের দায়িত্ব কলেজ প্রশাসন কর্তৃক গ্রহণের এবং যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে ডিজি (মেডিক্যাল এডুকেশন) ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষের সক্রিয় প্রচেষ্টা কামনা করছি।

ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে
আশিক-উর-রহিম
৮৬, পূর্ব তেজতরীবাজার
ঢাকা-১২১৫